দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ JUL. 1 4 1999

বাংলাদেশের মুসলমান ও মাদ্রাসা শিক্ষা—২

বিদেশী ইসলামবিরোধী চক্রের খপ্পরে পড়ে সরকার মাদ্রাসা বন্ধের ঘৃণ্য প্রক্রিয়া শুরু করেছে

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ সারাদেশে সরকার সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কথা বললেও এক্ষেত্রে জোর পেয়েছে শুধু সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষা। অথচ শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের এই বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরের ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবতেদায়ী মাদ্রাসা সেই হারে অনেক কম। উপরন্তু স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা শূন্যের কোঠায়। সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নতুন অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করার কথা বললেও এই দুই— সাধারণ ও ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে আকাশচুম্বী বৈষম্য রয়েছে তা দূর করার কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি। বলা যায়, কতিপয় স্বার্থান্বেষী ২-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

বিদেশী ইসলামবিরোধী চক্রের খপ্পরে পড়ে সরকার মাদ্রাসা বন্ধের ঘৃণ্য প্রক্রিয়া শুরু করেছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিদেশী ইসলামবিরোধী চক্রের খপ্পরে পড়েছে সরকার। যার পরিণতিতে বাজেটে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করার কথা বলে বাস্তব ক্ষেত্রে সরকার তার সাম্প্রতিক ক্রিয়াকাণ্ডের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের প্রক্রিয়াই শুরু করেছে। দেশে সাধারণ শিক্ষার প্রথম স্তর হল প্রাথমিক শিক্ষা। সেক্ষেত্রে দেশে সরকারী প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা রয়েছে বিয়াল্লিশ হাজারের উপরে। রেজিস্টার্ড প্রাইমারী স্কুল রয়েছে প্রায় চল্লিশ হাজার। এসব স্কুল সরকারী বেতন-ভাতা পেয়ে আসছে। ছাত্র-ছাত্রীরা বিনা মূল্যে পায় খাদ্য, কাপড়-চোপড়, বই-পুস্তক। এছাড়াও রয়েছে বেশ কিছু এনজিও। যারা এদেশে বহু প্রাথমিক স্কুল চালু রেখেছে। অভিযোগ রয়েছে, এসব স্কুলে সরকারী প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকের অতিরিক্ত বিদেশী ধ্যান-ধারণার বই পুস্তক ও পড়ানো হয়।

১৯৭৮ সালে তৎকালীন সরকারপ্রধান ৯ নম্বর অধ্যাদেশবলে দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড গঠন করেন। ওই বোর্ডের স্বীকৃতি বা রেজিস্ট্রীকৃত স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা এখনো অনেক কম। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক জরিপ রিপোর্ট অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরের ওই ইবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা মাত্র সাড়ে ৯ হাজার। অনুরূপভাবে স্বতন্ত্র ওই ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের ভাতা ও ছাত্র-ছাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা সরকারের রিজিস্ট্রীকৃত প্রাইমারী স্কুলের মত আজও চালু করা হয়নি। বিগত সরকার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার জন্য রেজিস্টার্ড সাধারণ প্রাইমারী স্কুলের মত ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও নীতিমালার খোঁড়া যুক্তি দেখিয়ে আজও সেই সিদ্ধান্ত পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করা হয়নি। ফলে সাধারণ প্রাইমারী শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রী গড়ার প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক স্কুল রয়েছে লক্ষাধিক। আর এরই পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষার প্রথম স্তর ইবতেদায়ী মাদ্রাসা শূন্যের কোঠায়। ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতে, ইবতেদায়ী মাদ্রাসা সরকারের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পথে কাঁটাস্বরূপ। আর এ শিক্ষা ব্যবস্থার বিশাল জনগোষ্ঠীকে দূরে রেখে সরকারের উল্লিখিত কর্মসূচী বাস্তবায়ন সম্ভব নয় বলে ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে সুকৌশলে পদক্ষেপ নেয়া শুরু করেছে। একই সঙ্গে প্রাথমিক স্তরে ইসলামী শিক্ষার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার 'এদেরা এ খোদ্দামুল কুরআন' নামের একটি ধর্মীয় সংস্থা বছর দু'এক আগে বাংলাদেশের গুচ্ছগ্রামে যে সাড়ে ৪শ' স্কুল খুলেছিল ষড়যন্ত্রের ফসল হিসেবে তাকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে আখ্যায়িত করে বন্ধ করার চেষ্টা চলছে। এ সংস্থার প্রধান দক্ষিণ আফ্রিকার একজন ধর্মীয় জ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত আহাম্মদ সাদিক আহাম্মদকে এদেশে 'লাদেন বিপ্লবী' হিসেবে আখ্যায়িত করে গ্রেফতার এবং কারাগারে আটক রাখা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, সরকার অনুমোদিত কারিকুলাম মোতাবেক স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার রেজিস্টার্ড প্রাইমারী স্কুলের মত ভাতা ও ছাত্র-ছাত্রীদের সুযোগ-সুবিধার প্রচলন না করলে সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম সফল হবে না।